সমকাল

তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা

শুক্রবার রাজধানীর গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল মিলনায়তনে রাজশাহী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের বিতার্কিকদের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ অতিথিরা ■ সমকাল

রাজশাহীর মেয়েরাই দেশসেরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

গতবার আঞ্চলিক পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এবার তারাই কি-না ঢাকার নামিদামি স্কুলগুলোকে হারিয়ে একেবারে ফাইনালে চলে এলো। শুধু কি ফাইনালে আসা! সিলেটের অগ্রগামী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে হারিয়ে স্কুল বিজ্ঞান বিতর্কে দেশসেরা হলো রাজশাহীর মেয়েরা। আঞ্চলিক পর্ব থেকে বাদ পড়ার এক বছরের মাথায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যুক্তির শক্তিকে প্রমাণ করল রাজশাহীর তার্কিকরা।

'তর্কে বিতর্কে বিজ্ঞানের সাথে' স্লোগানে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) এবং সমকাল সুহৃদ সমাবেশের আয়োজনে গত মার্চে ৬৪ জেলার ৫২০টি স্কুল নিয়ে শুরু হয় পঞ্চম জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা। সেখান থেকে ৯ অঞ্চলের সেরা ১৬ স্কুল আসে চূড়ান্ত পর্বে। ১৬ স্কুলের সেরা চারটি আসে সেমিফাইনালে। সেমিফাইনালে জয়ী দুই দল গতকাল শুক্রবার রাজধানীর গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল মিলনায়তনে মুখোমুখি হয় ফাইনাল আসরে।

বিএফএফ সমকাল উদ্যোগ

'বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা জঙ্গিবাদ রুখতে পারে'– এ বিষয়ের ওপর হয় জোর বিতর্ক। পক্ষ দল সিলেট অগ্রগামীর তার্কিকরা যে যুক্তি দেয় তা পরক্ষণেই খণ্ডন করে রাজশাহী বালিকার তার্কিকরা। সেই যুক্তিকে ছাপিয়ে আসে আরেক যুক্তি। দুই পক্ষ 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব' ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

রাজশাহীর মেয়েরাই দেশসেরা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মনোভাবে লড়ে তর্কের লড়াই। বিতর্ক যে খুব উপভোগ্য ছিল, তার প্রমাণ মিলনায়তন ভর্তি দর্শক। প্রতি বক্তাই করতালি পায় বেশ। প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তার বক্তৃতায় সে কথাই বললেন। তিনি বলেন, এত প্রাণবন্ত বিতর্ক সচরাচর দেখা যায় না। আমি যদি বিচারক হতাম তবে দুই দলকেই জয়ী ঘোষণা করতাম।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে আমাদের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে আমরা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতিও বুকে ধারণ করতে চাই।

এবারের বিজ্ঞান বিতর্ক ছিল মেয়েদের উঠে আসার আসর। চূড়ান্তে পর্বে আসা ১৬ দলের ছয়টিই ছিল বালিকা বিদ্যালয়। চার সেমিফাইনালিস্টের তিনটিই মেয়েদের স্কুল। ফাইনালে দুই দলের ছয় তার্কিকই মেয়ে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মেয়েরা শুধু এগিয়ে আসছে না, ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিকে ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থীই মেয়ে। মাধ্যমিকে মেয়েদের সংখ্যা ৫৩ ভাগ।

স্কুল পর্যায়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান বিতর্কের আসর আয়োজন করায় সমকাল পরিবার ও ফ্রিডম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, এ আয়োজনের মাধ্যমে সৃজনশীলতার চর্চা হচ্ছে, জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। তিনি বলেন, যখন দেখি ভোটের জন্য নানা হিসাব-নিকাশে রাজনৈতিক দলগুলো সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপস করে, সমঝোতা করে, তখন কষ্ট পাই। সমকাল সম্পাদক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরাই পারবে জঙ্গিবাদকে রুখতে, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে। সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কোনো আপস নয়।

বিএফএফের ট্রাস্টি, বিজ্ঞানী ও লেখক ড. রেজাউর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, অসাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তোমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। নেতৃত্বের বিকাশে তিনি বিজ্ঞান চর্চা, বিতর্ক চর্চা, সৃজনশীলতার চর্চা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

আয়োজনের পুরস্কার পৃষ্ঠপোষক ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান বলেন, সৃজনশীল শিক্ষার প্রসারে, জ্ঞান চর্চার বিকাশে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে তার প্রতিষ্ঠান।

পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন আরেক পৃষ্ঠপোষক বসুন্ধরা গ্রুপের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান বিতর্কের সঙ্গে থাকতে পেরে তারা আনন্দিত। আগামীতেও বিজ্ঞান বিতর্কে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন বঙ্গজ গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক এম নূরুল আমিন।

বিজ্ঞান বিতর্কের অন্যতম আয়োজক বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী বলেন, সারাদেশে ৬৪ জেলায় শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছে সমকাল ও বিএফএফ। তৃণমূলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। তিনি বলেন, প্রতি বছরই ব্যাপকতা বাড়ছে, আগামীতে আরও বড় পরিসরে আয়োজিত হবে বিএফএফ-সমকাল বিজ্ঞান বিতর্ক।

গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সমকালের ফিচার সম্পাদক মাহবুব আজীজ, আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশনের পরিচালক আবদুর রহমান রানা। সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আবেদ।

বক্তৃতার চেয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল কে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন তা জানতে। ফল ঘোষণার সময় মিলনায়তনজুড়ে হর্ষধ্বনি আর করতালি সে কথাই বলছিল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সঞ্চালক যখন জয়ী দলের নাম ঘোষণা করলেন তখন রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়ের তার্কিক ও তাদের অভিভাবকরা উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে ওঠেন। তাদের করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান দর্শকরা। ফাইনালের সেরা বক্তা ও রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়ের দলনেতা মিফতাহুল জান্নাত রিফাতের তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না সারাদেশের এক হাজার ৫৬০ জন তার্কিকের মধ্যে সেরা নির্বাচিত হয়েছে সে। তার বাবা কামরুল হাসান মেয়েকে নিয়ে দু'দিন আগে রাজশাহী থেকে ঢাকায় আসেন। বাবার কষ্টকে সার্থক করতে পেরেছে, তাতেই খুশি রিফাত। কামরুল হাসানের কাছেও সব কষ্ট তুচ্ছ হয়ে গেছে মেয়ের সাফল্যে।

রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়ের আরেক তার্কিক জেড এম মম অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী! বয়স এখনও ১৪ হয়নি। পুরস্কার হিসেবে যখন তার হাতে ল্যাপটপ, বই, ক্রেস্ট, ট্রফি তুলে দেওয়া হলো, তখন ছোট হাতে এত কিছু সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই বিজয়ী হিসেবে গণমাধ্যমকে জানাতে হলো প্রতিক্রিয়া। মম ভাবতেই পারেনি, ঢাকার এত নামিদামি স্কুলকে হারিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে। গতবার প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ায় এবার ফাইনালে আসার আশাই করেনি রাজশাহীর তার্কিক ফাতিমা আহমেদ। দশম শ্রেণির এই শিক্ষার্থী বলল, ভাবতেই পারিনি এক বছরে এত দূর আসতে পারব।

রানার্সআপ সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা বিদ্যালয়ের দলনেতা সুপ্রভা সুভা জামান জানাল, আগামীতে আরও প্রস্তুত হয়ে আসবে। হেরে যাওয়ায় খারাপ লাগছে, তবে সিলেট থেকে ফাইনাল পর্যন্ত আসতে পারায় আনন্দও হচ্ছে। গতবারও তারা উঠেছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত। রানার্সআপ দলের তিন তার্কিককে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ডিজিটাল ক্যামেরা, বই ও ক্রেস্ট। দুই সেমিফাইনালিস্ট দলের ছয় তার্কিক পুরস্কার হিসেবে পায় ছয়টি স্মার্টফোন।

ফাইনালে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং অর্গানাইজেশনের সাবেক সভাপতি সাব্বির রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সাবেক সভাপতি হাসান জাকির, কৃতী বিতার্কিক দেবাশীষ রঞ্জন সরকার ও ন্যাশ ডিবেট ফেডারেশনের সাবেক কো-চেয়ারম্যান মাজেদ আহমেদ।